ইনকিলাব

তারিখ 15 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১৪ ... ১

মাদ্রাসা শিক্ষা অতি জরুরী কেন

মাওলানা আব্দুল হক চৌধুরী

॥ তিন ॥

বৈদেশিক বিবরণে আমাদের বাংলাদেশ ১নং দুর্নীতিবাজ দেশ। দুর্নীতি দেশের মাটি, গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড়-জঙ্গল করে না বরং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পাস করে যারা দেশ পরিচালনা, অফিস আদালতে সরকারী বেসরকারীভাবে চাকরি করছেন, তারাই বেশীর ভাগ ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, খুন রাহাজানি ইত্যাদি অসৎ কর্মকাণ্ডে জড়িত। তারাই দেশে বিদেশে আচার-আচরণ, সভ্যতা-কৃষ্টি, লেবাছ পোশাক, সামাজিক ব্যবস্থা, অপসংস্কৃতির প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কি এসব গুণের শিক্ষা দিচ্ছে, বা এসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য কি সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। জবাবে অবশ্যই না বলা হবে। তবে তারা এসব গুণ কোথা হতে শিক্ষা পেলেন। দেশের অভিভাবকগণ কি জেনে শুনে নিজের ছেলে-মেয়েদের এসব গুণে গুণান্বিত করণের জন্য কি সাধারণ শিক্ষার পেছনে দিনরাত চেষ্টা করছেন। যেখানে পত্র-পত্রিকায় শতকরা ৯৫% জন দুর্নীতিবাজ বলা হচ্ছে, সেখানে অভিভাবকগণের ছেলে-মেয়ে কি এসব উপদ্রব হতে বাঁচতে পারবে বলে ধারণা করা যায়? নিশ্চিতভাবে হ্যাঁ বলা যাবে না। তাহলে কি শিক্ষাই বাদ দিতে হবে? না। দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ, সরকারী বেসরকারীভাবে, পৃথকভাবে মহিলা-পুরুষের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ, মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষিতদের কর্মসংস্থান বর্ধিত ও প্রতিষ্ঠাকরণ, তাদের সাধারণ শিক্ষার সমমান কাজে লাগানোর ব্যবস্থাকরণ একান্ত জরুরী।

বাংলাদেশ যেহেতু মুসলিম প্রধান দেশ, যেহেতু সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে সংবিধানের মূল স্তম্ভ রাখা হয়েছে, সে কারণে এই দেশে ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণ, মর্যাদা প্রদান, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধিকরণ, মাদ্রাসাসমূহকে জাতীয়করণ ইত্যাদি সাংবিধানিকভাবে অত্যাবশক। সংবিধানের সম্মান রক্ষার্থে মাদ্রাসা বা ইসলামী শিক্ষার বিস্তৃতীকরণ, রাষ্ট্র পরিচালকগণের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য।

একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিভক্তিকরণ, একশ্রেণী অপর শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষমূলক মানসিক চিন্তাপোষণ, অবহেলার আচরণ, অকেজো অযোগ্য মনে করণ মোটেই কাম্য নয়। মানুষ জন্মগতভাবে যোগ্য, অযোগ্যতার বহিঃপ্রকাশের যেসব উপাদানের দরকার, সেগুলো সবের জন্য সমানভাবে পাওয়ার ব্যবস্থা করণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, অন্যথায় একশ্রেণীর বাহ্যতঃ অযোগ্যতা ও অকর্মন্যতার জন্য সরকারই দায়ী। তাই সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসার মধ্যে সাম্যতা সৃষ্টিকরণ, সমানভাবে মানোন্নয়ন, বাজেট প্রণয়ন, কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি সরকারী দায়িত্ব। এই সব সমানভাবে বাস্তবায়িত হলে বিশেষভাবে বিবেচ্য হবে, কোন শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের উচিত।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা লাভকরা অবশ্য করণীয়। ফরজে আইন ছেলেমেয়েদের জন্য মাতা-পিতা, অভিভাবকগণের উপর তাদের প্রাপ্য হিসাবে ইসলামী শিক্ষাদান করা আবশ্যক করণীয় বা ফরজে আইন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে আইন। ইসলামই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ধর্ম। ইসলামী শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা। ইসলামের পরিপন্থী কোন শিক্ষাই মুসলমানদের জন্য আদর্শ শিক্ষা নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথাবার্তা, কাজকর্ম, জীবন চরিত্রের প্রতিটি অংশ, পরামর্শদান অনুমোদন সবই ইলমে দ্বীন। তৎকালীন আরবে হানাহানি, মারামারি, ব্যভিচার, অত্যাচার, নির্যাতন, পরস্পর শত্রুতা, যুদ্ধ বিগ্রহ, নৈতিকতা বিরোধী, সামাজিকতা আল্লাহর একাত্ববোধে অবিশ্বাস, মূর্তি পূজা, অগ্নিপূজা ইত্যাদি কুপ্রথা ও দুর্নীতি দূরীকরণে ইলমে দ্বীন যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, ইলমে দ্বীনের রুশনী দুনিয়া জুড়ে যে আলো বিকশিত করেছিল তা বর্ণনাতীত। এই জন্য ইলমে দ্বীনকে মহা বিপ্লবী শিক্ষা বলা যায়। আজও যদি ইলমে দ্বীন সর্বস্তরে গ্রহণ করা যায় তাহলে নৈতিকতায়, চরিত্রতায়, রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় সামাজিকভাবে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে, প্লাবিত বন্যায় সাহায্য সহায়তায়, অন্ন-বস্ত্র বিতরণে যে বিপ্লবী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে তা বলার আবশ্যক রাখে না। কোরআন হাদিস ও ইসলামী শরিয়তের শিক্ষাই ইলমে দ্বীন। এ ছাড়া অন্য কোন শিক্ষাই ইলমে দ্বীনে নয়। এ প্রসঙ্গে এ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিষয় রয়েছে যথা- হাদিস, তাফসীর, ফেকাহ, আকাইদ ইত্যাদি কোরআন হাদিস বুঝার জন্য আনুষঙ্গিক বিষয়। আরবী ভাষা এর গ্রামার নাহুছরফ ইত্যাদি সমষ্টিগতভাবে মাদ্রাসা শিক্ষাই ইলমে দ্বীন শিক্ষা।

কোরআন, হাদিস ইসলামী শরিয়তের অনুকরণে জীবনযাপন করাই মুসলিম সভ্যতা, অন্য কথায় আদর্শ ভিত্তিক জীবনযাপনই মুসলিম কৃষ্টি বা সভ্যতা, কোন বিজাতির অনুকরণ, আচার-আচরণ মানা, তাদের জীবন চরিত্রের অনুসরণ কোন মুসলিম সভ্যতার অনুকূলে নয়। যা হোক আদর্শ শিক্ষার সম্প্রসারণ, প্রচার, রীতিনীতি নির্ধারণ উক্ত শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট প্রণয়ন, মুসলিম জনসাধারণের ছেলে-মেয়েদের জন্য উক্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ রাষ্ট্রীয় কর্তব্য।